সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য সঙ্গত করিবার সময় মহড়ার প্রয়োগ হইয়া থাকে। মহড়া তেহাইযুক্ত ও তেহাইবিহীন হইতে পারে। যেমন ত্রিতালের একটি তেহাইবিহীন মহড়া—

ধা তেরেকেটে তাকতা তেরেকেটে | তা তেরেকেটে তাকতা তেরেকেটে | ধা
০ ৩ ×

ত্রিতালের একটি তেহাইযুক্ত মহড়া—

তাক তেৎতা কেটেতাক তাতেরে | কেটেতাক তেরেকেটে তাকতা তেরেকেটে |
× ২

ধা, তেরেকেটে তাকতা তেরেকেটে | ধা, তেরেকেটে তাকতা তেরেকেটে | ধা
০ ৩ ×

॥ টুকড়া ॥

টুকড়া শব্দটির ব্যাপক অর্থ হইল, যে বোলসমূহ গৎ, পরণের মত বড় ও জোরদার নয় এবং কায়দার মত পাল্টা বা বিস্তার করা যায় না এইরূপ বন্দিশকে টুকড়া বলা হয়। কণ্ঠসঙ্গীতে যেমন তান, তন্ত্রবাদ্যে যেমন তোড়া সেইরূপ তবলাতে টুকড়ার প্রয়োগ হইয়া থাকে। মহড়া, মুখড়া, গৎ, পরন ইত্যাদি সবই একপ্রকার টুকড়া। টুকড়াতে বোল, লয়কারী, তালের রূপ ইত্যাদির কোন বন্ধন থাকে না। টুকড়া এক হইতে তিন আবর্তন পর্যন্ত হইতে পারে। ইহা তেহাইযুক্ত ও তেহাইবিহীন হইতে পারে। সম হইতে ত্রিতালের একটি ১৬ মাত্রার তেহাইযুক্ত টুকড়া এইরূপ—

ধেটেধেটে তাগেতেটে ক্রেধেতেটে তাগেতেটে | ক্রেধেতেটে ক্রেধেতেটে
× ২

ক্রেধেতেটে তাS,ক্রেধে | তেটেকতা গদিঘেনে ধাS,ক্রেধে তেটেকতা |
০

গদিঘেনে ধাS,ক্রেধে তেটেকতা গদিঘেনে | ধা
৩ ×

॥ রেলা ॥

তবলা বাদনে যাঁহাদের হাত খুব তৈয়ারী তাঁহারা এক এক মাত্রার মধ্যে চারিটি বা আটটি বর্ণ দ্রুতগতিতে বাজাইয়া থাকেন এই প্রকার বোলকে রেলা বলা হয়। ইহাকে কায়দার এক প্রকার বলা যাইতে পারে। কায়দার প্রযুক্ত কিছু বর্ণসমষ্টির দ্বারা এই

বন্দিশ নির্মিত হয়। কায়দার বহুপ্রকার পাল্টা হইতে কোন একটি পাল্টাকে তৈয়ারীর সহিত চারগুণ বা আটগুণ লয়ে বাজান হয়। রেলাতে ধাতির, কিড়নগ, ধিরধির, ঘিড়নগ, কিটতা, তকতির ইত্যাদি বোলের প্রাধান্য দেখা যায়। ত্রিতালে একটি রেলার উদাহরণ—

ধাऽতেরে	কেটেধাऽ	তেটেকতা	গদিঘেনে	ধাऽতেরে	কেটেতাক		
×				২			
তাऽতেরে	কেটেতাক	তাऽতেরে	কেটেতাऽ	তেটেকতা	গদিঘেনে		
		০					
ধাऽতেরে	কেটেতাক	তাऽতেরে	কেটেতাক				
৩							

॥ পরণ ॥

গম্ভীর ও জোরদার বর্ণসমষ্টি দ্বারা দুই, তিন বা ততোধিক আবর্তনে নির্মিত বন্দিশকে **পরণ** বলা হয়। সাধারণতঃ পাখোয়াজে পরণের অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। বর্তমানে তবলাতেও ইহার প্রয়োগ হইতেছে। পরণের বন্দিশ ধিটধিট, ক্রেধাতিট, ধাগেতিট, তাগেতিট, ধেৎধেৎ, তগেন্ন, ক্রেধান্ন ইত্যাদি বোল দ্বারা নির্মিত হয়। পূরব বাজের পাখোয়াজী ও তবলিয়াগণ বিশেষ করিয়া স্বতন্ত্র বাদনে পরণের অধিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরণ প্রধানতঃ চারি প্রকারের। যথা ঃ তাল পরণ, বোল পরণ, গৎ পরণ, সাথ পরণ। ত্রিতালের একটি পরণ এইরূপ—

ধেটেধেটে	ধাগেতেটে	ক্রেধেতেটে	গদিঘেনে	নাগতেটে	কতাকতা		
×				২			
নাগতেটে	কতাকতা	গদিঘেনে	নাগতেটে	কেটেধেৎ	ধেৎধেৎ		
		০					
দিংনাগ	তেটেকতা	গদিঘেনে	ধাऽনাগ	তেটেকতা	গদিঘেনে	ধাऽ,	
৩				×			
দিংনাগ	তেটেকতা	গদিঘেনে	ধাऽনাগ	তেটেকতা	গদিঘেনে	ধাऽ,	
	২				০		
দিংনাগ	তেটেকতা	গদিঘেনে	ধাऽনাগ	তেটেকতা	গদিঘেনে	ধা	
		৩				×	

॥ পেশকার ॥

কঠিন সুন্দর ও আড় লয়ের একপ্রকার কায়দাকে **পেশকার** আখ্যা দেওয়া হয়। পেশকারের অর্থ হইল পেশ করা বা উপস্থিত করা। যেমন আদালতে হাকিমের সামনে পেশকারের পেশ করা কাগজপত্র হইতে মামলার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিতে পারা যায়, সেইরূপ তবলাতে পেশকার বাজাইবার সঙ্গে সঙ্গেই জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় যে তবলাবাদক কি তাল বাজাইবেন, তাঁহার হাত কতখানি তৈয়ারী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির মোটামুটি একটি আভাস পাওয়া যায়। কোন গায়ক বা বাদক কোন রাগ-রাগিনী গাহিবার বা বাজাইবার পূর্বে যেমন আলাপের দ্বারা রাগরূপকে শ্রোতাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন, তেমনি দিল্লী এবং অজরাড়া ঘরাণার বাদকগণ স্বতন্ত্র বাদনের প্রারম্ভে পেশকার বাজাইয়া থাকেন। পূরব বাজের বাদকগণ স্বতন্ত্র বাদনের প্রারম্ভে উঠান বাজাইয়া থাকেন। কায়দার মত পেশকারেও পাল্টা বা বিস্তার করা হয় এবং দ্বিগুণ, চৌগুণ ইত্যাদি লয়ে বাজান হয়। পেশকারে ধাক্রে ধিনধা; তীক্র তিনতা ; ধাক্রে ধাতি ইত্যাদি বোলের বেশী প্রাধান্য দেখা যায়। ত্রিতালের একটি পেশকার এইরূপ—

ধাऽকেটেতাকধিন	ধাধাধিনতা	ধাতিত্ধাতিত	ধাধাধিনতা	|
×				
তকঘেড়ান্ধাऽ	ধিনতাধাতিত	ধাক্রেধিনতা	ऽধাধিনতা	|
২				
তাऽকেটেতাকতিন	তাতাতিনতা	তাতিততাতিত	তাতাতিনতা	|
০				
তকঘেডান্ধাऽ	ধিনতাধাতিত	ধাক্রেধিনতা	ऽধাধিনতা	| ধা
৩				×

॥ লগ্‌গী ॥

যেমন ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতাল প্রভৃতি তালে কায়দার প্রয়োগ হইয়া থাকে, তেমনি কাহারবা, দাদরা, পস্তো ইত্যাদি চঞ্চল প্রকৃতির তালে লগ্‌গীর প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহার চলন দাদরা, কাহারবার মতই। ইহার রচনা কায়দার মত এবং কায়দার পাল্টার মত ইহাতেও পাল্টা বা বিস্তার করা হয়, তবে বিস্তার করিবার সময় পাল্টার মত কঠিন নিয়ম পালন করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কারণ ঠুংরী, ভজন, গীত ও চলচ্চিত্র সঙ্গীত প্রভৃতি চঞ্চল প্রকৃতির গীতের সহিত ইহার প্রয়োগ অধিক হইয়া থাকে। ধাতি ऽন্ন, ধাথুন নাড়া, ধাড়্ ধাড়্, তড়্ তড়্ ইত্যাদি ছোট ছোট বোল দ্বারা

ইহার বাদন পরিচিত হয়। কাহারবা তালের একটি লগ্গী এইরূপ—

ধাগে	নাধি	১কধি	নাড়া	|	তাকে	নাতি	১কতি	নাড়া	|
×					০				

॥ বাঁট ॥

যেমন কায়দার বিস্তারকে পাল্টা বলা হয়, তেমনি লগ্গীর বিস্তারকে **বাঁট** বলা হয়। লগ্গীতে প্রযুক্ত বোলগুলিকে বিভিন্ন প্রকার উলট-পালট করিয়া বাজাইলে তাহাকে বাঁট কহে। অন্য মতে কোন তালের বোল, তালি, খালি ইত্যাদির কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া ছন্দবৈচিত্র্য ঘটাইলে তাহাকেই বলা হয় বাঁট। উপরিলিখিত লগ্গীর বাঁট নিম্নে দেওয়া হইল—

ধাগে	নাধা	১ধা	গেনা	|	ধাগে	নাধি	১কধি	নাড়া	|
×					০				
তাকে	নাতা	১তা	কেনা	|	ধাগে	নাধি	১কধি	নাড়া	|
×					০				

॥ লড়ী ॥

যেমন কায়দার বহুপ্রকার পাল্টা হইতে কোন একটি পাল্টাকে তৈয়ারীর সহিত রেলার মত দ্রুতলয়ে বাজান হয়, তেমনি লগ্গীতে প্রযুক্ত বোলসমূহের কোন একটি ভাগ অথবা উহার কোন একটি বাঁটকে তৈয়ারীর সহিত রেলার মত দ্রুতগতিতে বাজাইলে তাহাকে **লড়ী** কহে। যেমন কাহারবার লড়ী—

ধাগেনা,ধা	গেনাধাগে	ধাগেনাধি	১কধিনাড়া	|
×				
তাকেনা,তা	কেনা,তাকে	ধাগেনাধি	১কধিনাড়া	|
০				

॥ চক্রদার বা চক্রদার টুকড়া ॥